কাল্পনিক মামলা এবং ছাত্রলীগ নেতা

লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য

পুলিশি সন্ত্রাসের নতুন হাতিয়ার শোন অ্যারেস্ট। পুলিশ এই অসাংবিধানিক হাতিয়ারটি জেলে আটক ছাত্রলীগ তিন নেতাকে বন্দী রাখতে বার বার ব্যবহার করছে। উচ্চ আদালতের জামিন আদেশ জেলে পৌঁছানোর পরেও ছাত্রলীগ নেতাদের মনগড়া ফরোয়ার্ডিং মামলায় শোন অ্যারেস্ট দেখানো হচ্ছে। সর্বশেষ গত ৪ আগস্ট ঢাকার মেট্রোপলিটন সেশন জজ ডেমরা থানা মামলা নম্বর ৭৬ (২) ২০০২তে তাদের জামিনে মুক্তির আদেশ দেন।

৭ আগস্ট জামিননামা জেলে পৌঁছায়। অথচ জামিননামা কারাগারে পৌঁছানোর পরও জেল কর্তৃপক্ষ তাদের জামিনের ব্যাপারে টালবাহানা করতে থাকে। এদিন রাত ৮টায় মোহাম্মদপুর থানা মামলা নম্বর ৩৮ (২) ২০০২ ধারায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়। মোহাম্মদপুরে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের হত্যা মামলার ফরোয়ার্ডিংয়ের মাধ্যমে তাদের শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়। মূলত ছাত্রলীগের আটক কেন্দ্রীয় তিন নেতা জোট সরকারের চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে। এ পর্যন্ত পাঁচটি হত্যা মামলায় মনগড়া ফরোয়ার্ডিংয়ে তাদের আসামি করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে জেলে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে।

আটক কেন্দ্রীয় নেতাকে ঢাকা জেল থেকে স্থানান্তর করে তিন জেলখানায় রাখা হয়েছে। নিকটাত্মীয়দের পর্যন্ত তাদের সঙ্গে করতে দেয়া হচ্ছে না। বিপন্ন হয়ে পড়েছে আটক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত শিকদারের শিক্ষা জীবন।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা :
পুলিশি সন্ত্রাসের শিকার

সুধা সদনে ২৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে গিয়েছিলেন। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সুধা সদন থেকে তারা বের হলেন। সাদা পোশাক পরা ডিবি পুলিশ সুধা সদনের ৩০ গজের মধ্যেই ছাত্রলীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশ এ সময়ে গ্রেপ্তার করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা লিয়াকত শিকদার, নজরুল ইসলাম বাবু, রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল, নাজমুল হাসান অনিক, নাজমুল ইসলাম তুহিন, মোমিন পাটোয়ারী, আনিসুর রহমান লিটু, স্বপন কর্মকারকে। তাদের বিরুদ্ধে ডিবি অফিসে একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়। ৫৪ ধারায় জারিকৃত এই ডায়রি নম্বর ১৩৫৬ তাং ২৫-০২-০২। এই জিডি বলেই তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয়। ৫৫ ধারার আটকাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২৫ মার্চ আটক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর ডিটেনশনের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে। আমলতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ২৭ মার্চ সকালে হাইকোর্টের এ লিখিত আদেশ জেলে এসে পৌঁছায়। তাদের জেল গেটে আনা হয়। এ দিনই সিএমএম কোর্টে তদন্তাধীন মামলায় জড়িত থাকার আবেদন দেখিয়ে পুলিশ জেল গেট থেকে তাদের আটক করে। অথচ এ ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত আটক ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো থানায় কোনো জিডি পর্যন্ত ছিলো না। লিয়াকত শিকদার, নজরুল ইসলাম বাবু, রফিকুল ইসলাম কোতোয়ালকে আটক রাখা হয় রমনা থানা পেন্ডিং মামলা ২৬ (০২) ০২তে জড়িয়ে।

আটক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা লিয়াকত শিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবু

রমনা থানার এসআই আলী আকবর বাদী হয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি মামলাটি দায়ের করেন। মামলার এজাহারে আসামিকে অজ্ঞাতনামা বলে উল্লেখ করা হয়। বাদীর লিখিত অভিযোগই এজাহার হিসেবে মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মামলার অভিযোগে বাদী উল্লেখ করেছেন, ৬-০২-০২ তাং সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার সময় মিটফোর্ড থেকে বাড্ডা যাওয়ার পথে অত্র থানাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের পূর্ব পাশে রাস্তার ওপর পৌঁছলে কতিপয় দুষ্কৃতকারী তার (নাজমুল হাসান ২৭) বুকে এবং বুকের বাম পাশে, বাম পায়ে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্র দ্বারা মারাত্মক আঘাত করে। তাকে মারাত্মক জখম অবস্থায় রাস্তার ওপর ফেলে রাখে। পথচারীরা তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উন্নততর চিকিৎসার জন্য মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে প্রেরণ করে। সে অত্র হাসপাতালেই মারা যায়। অথচ পুলিশ ২৭ মার্চে দায়েরকৃত ফরোয়ার্ডিং-এ বলে রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম বাবু, লিয়াকত শিকদার মামলাটির ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ কারণে তাদের এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর প্রয়োজন। পুলিশের এ আবেদন সিএমএম কোর্ট মঞ্জুর করে।

গত বছর ২৮ নবেম্বর ধানমন্ডি থানাধীন কলাবাগানে বশিরউদ্দীন রোডে রাত দশটার দিকে কয়েকজন যুবক চাপাতি নিয়ে ছিনতাই করতে আসে। জনগণ তাদের ধরে ফেলে। এ সময় গণপিটুনিতে হৃদয় নামে এক ছিনতাইকারী মারা যায়। আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয় রিপন, শিপন, জহির। ২৯ নবেম্বর সবগুলো দৈনিকে গণপিটুনিতে ছিনতাইকারী নিহত হবার ঘটনা প্রকাশিত হয়। এ মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে ধানমন্ডি থানায় মামলা হয়। মামলার নম্বর ৭১ (১১) ০১। পুলিশ বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করে। এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিউটি অফিসার শফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। বাদীর লিখিত দরখাস্তই মূল এজাহাররূপে মামলায় গ্রহণ করা হয়। এজাহারে এসআই শফিকুল ইসলাম লিখেছেন, আহত রিপন, শিপন, জহির তিনজনে চাপাতি নিয়ে ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে

জনগণ কর্তৃক ধৃত হয়। ঘটনাস্থলে জনগণের পিটুনিতে হৃদয় মারা যায়। অথচ পুলিশ নির্লজ্জভাবে ফরোয়ার্ডিংয়ে এ মামলায় ছাত্রলীগ নেতাদের জড়িত করেছে। পুলিশের ৪ এপ্রিল পেশ করা ফরোয়ার্ডিংয়ে বলা হয়েছে, মামলাটিতে উক্ত আসামিগণ (আটক ছাত্রলীগ নেতারা) জড়িত আছে বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে উল্লেখিত আসামিদের গ্রেপ্তার দেখানো একান্ত আবশ্যক। পুলিশের এ আবেদন বিজ্ঞ সিএমএম কোর্ট মঞ্জুর করে।

রমনা থানাধীন মীরবাড্ডা খেজুরতলা এলাকার মসজিদের কাছে ১৫ জানুয়ারি রাতে গুলিবিদ্ধ হয় নবু। পরে সে মারা যায়। রমনা থানায় এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয়। মামলা নং ৫৭(১) ০২। পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ের মাধ্যমে তিন ছাত্রলীগ নেতা সভাপতি লিয়াকত শিকদার, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুসহ সভাপতি রফিকুল ইসলাম কোতোয়ালকে এ মামলায় আসামি হিসেবে জড়িয়েছে। তিন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাকে ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করে। এ মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আবেদন করে সিএমএম আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর না করলেও আটকাদেশ মঞ্জুর করে।

রমনা থানার নবু হত্যা মামলা নং ৫৭ (১) ২০০২তে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারি বিবিধ মামলা নং ৬৪৪০ (২০০২) ১ জুলাই তাদের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি দেয়।

এ জামিননামা ৬ জুলাই জেলে পৌঁছায়। এ দিনই আটক ছাত্রলীগ নেতাদের ডেমরা থানা মামলা নং- ৭৬ (২) ২০০২, ধারা ৩০২তে শোন অ্যারেস্ট দেখান হয়। মনগড়া ফরোয়ার্ডিংয়ে তাদের আটক দেখান হয়। অথচ ডেমরা থানার এ মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, নিহত টোকাই সেন্টুর দুই বন্ধু গাজী ও সবুজ মাত্র ৩০০ টাকার জন্য তাকে হত্যা করে। পুলিশ ন্যক্কারজনকভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ফরোয়ার্ডিংয়ে এই মামলাটিতে আসামি করে আটক করে ছাত্রলীগ নেতাদের। এ মামলাটিতে ৪ আগস্ট মহানগর দায়রা জজ ফৌজদারি বিবিধ মামলা নং- ২৯৫৩ (২০০২) সাড়ে ৭টায় বেল বন্ড ঢাকা কারাগারে পৌঁছে। আটক তিন নেতাকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেন। স্মারক নম্বর ২০৭৭৭। সন্ধ্যায় এ বেল বন্ড পাওয়ার পরেও কারা কর্তৃপক্ষ আটক ছাত্রলীগ নেতাদের মুক্তি দিতে পরিকল্পিতভাবে কালক্ষেপণ করে। ডেপুটি জেলার জেলগেটে উপস্থিত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে জানান, আগামীকাল স্ব স্ব জেলে বেল বন্ড পাঠিয়ে দেয়া হবে। এদিন রাত ৮টার দিকে মোহাম্মদপুর থানা মামলা নম্বর ৩৮ (২) ২০০২ ধারা ৩০২/০৪ দণ্ডবিধিতে তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়। অজ্ঞাত এক যুবকের হত্যা মামলায় তাদের আসামি করা হয়। মামলার এজাহারে আসামিদের কোনো নাম ছিলো না। সিএমএম কোর্ট এ মামলাটির জামিন নামঞ্জুর করে। তবে ১২ আগস্ট সাব জজ আদালত থেকে আটক ছাত্রলীগ নেতাদের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তির আদেশ দেয়া হয়। তবে জেল থেকে মুক্তির অনিশ্চয়তা কাটছে না।

উচ্চ আদালতের নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে মিথ্যা ফরোয়ার্ডিং মামলায় ছাত্রলীগ নেতাদের আটকে রাখার চেষ্টাকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে সচেতন মহল মনে করছে। এ থেকে জোট সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতির নগ্নতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

আটক কেন্দ্রীয় নেতা :
জেলে বৈষম্যের শিকার

ছাত্রলীগ তিন নেতা আটক হবার আগে তাদের বিরুদ্ধে কোনো থানায় মামলা ছিলো না। তাদের মিথ্যা ফরোয়ার্ডিং মামলায় জড়িয়ে অনৈতিক, অসাংবিধানিকভাবে উচ্চ আদালতের নির্দেশকে হেয় করে তাদের আটক রাখা হচ্ছে। পৃথিবীর অন্য কোনো সভ্য দেশে পুলিশের পক্ষে এ আচরণ করা সম্ভব নয়। জানা গেছে, জেলে আটক ছাত্রলীগ নেতাদের ওপর অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। তাদের ২৯ মে গভীর রাতে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ দিন তিন ছাত্রলীগ নেতাকে তিন জেলে পাঠান হয়। লিয়াকত শিকদারকে রাখা হয়েছে গাজীপুর জেলা কারাগারে। মানিকগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠান হয় সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবুকে। সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম কোতোয়ালকে কাসেমপুর কারাগারে রাখা হয়েছে। নিকটাত্মীয়রাও তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। রাজনৈতিক কারণে জেলে তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত শিকদার এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ ইকোনোমিক্সের ছাত্র। এসএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কসধারী লিয়াকত সিকদার জেলে থেকে প্রথম পর্বের পরীক্ষা দিয়েছেন। জানা গেছে, তিনি ফার্স্ট ক্লাস নম্বর পেয়েছেন। জেলে আটক থাকার কারণে দ্বিতীয় পর্বের ক্লাস করতে পারছেন না। প্রশ্নের মুখে এখন তার শিক্ষা জীবন। আইন কলেজের ছাত্র নজরুল ইসলাম বাবুর পরীক্ষা দেয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক ছাত্র রফিকুল ইসলাম কোতোয়ালের জীবনও এখন বিপাকে। আটক ছাত্রলীগ নেতাদের অভিভাবকেরা সংবাদ সম্মেলনে তাদের সন্তানদের ওপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। তারা সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আমাদের সন্তানেরা জোট সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার।' 'তারা কি স্বাধীন দেশে আজ যুদ্ধবন্দি?' ছাত্রলীগ নেতাদের মুক্তির জন্য আইনি লড়াই করছেন অ্যাডভোকেট আবু সাঈদ সাগর ও অ্যাডভোকেট ফজিলাতুন্নেছা বাপ্পী। আটক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রসঙ্গে অ্যাডভোকেট আবু সাঈদ সাগর ২০০০কে বলেন, 'আটক নেতারা ছাত্রলীগের নির্বাচিত নেতৃত্ব। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাদের ওপর একের পর এক মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে। ছাত্রলীগ সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবুর মা মোসাম্মৎ জাহানারা বেগম এখন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাবুই তার দেখাশোনা করতেন। কারাগারে সন্তানদের ওপর জোট সরকারের অমানবিক মানসিক নির্যাতনে ভেঙে পড়ছেন লিয়াকত শিকদার ও রফিকুল ইসলাম কোতোয়ালের বৃদ্ধ মা। হয়রানির শিকার হচ্ছে পরিবারের সদস্যরা।

উচ্চ আদালতের নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে মিথ্যা ফরোয়ার্ডিং মামলায় ছাত্রলীগ নেতাদের আটকে রাখার চেষ্টাকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে সচেতন মহল মনে করছে। এ থেকে জোট সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতির নগ্নতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সরকার কেন এমন পদক্ষেপ নিয়ে ইমেজ নষ্ট করছে? বিষয়টি স্পষ্ট। শুরু থেকে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিতে চেয়েছে। সেই পদক্ষেপ অনুযায়ী সরকার চায় না সরকারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগ কোনো ভূমিকা রাখুক। প্রায় এই একই আচরণ ক্ষমতায় থাকতে আওয়ামী লীগ করতে চেয়েছিলো। বিভিন্ন মামলায় তারাও আটকে রাখতে চেয়েছিলো ছাত্রদল নেতাদের। সে কারণেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছাত্রলীগ নেতাদের। বিশেষ করে লিয়াকত শিকদারকে। লিয়াকত শিকদারের রয়েছে অসম্ভব সাংগঠনিক ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা। লিয়াকত রাজনীতিতে সক্রিয় থাকতে পারলে ছাত্রলীগও চাঙা হয়ে উঠতো। ছাত্রলীগকে চাঙা হতে দিতে চায় না সরকার। সে কারণেই সরকার উদ্ভট, অবাস্তব, কাল্পনিক সব মামলায় জড়াচ্ছে ছাত্রলীগ নেতাদের। সরকারের এই আচরণ খুব দ্রুত পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।